ভোরের কাগজ

তারিখ 30 APR [illegible]
পৃঃ ৪ কলাম ২

ছাত্র রাজনীতি বন্ধের জন্য

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ এপ্রিল জাতীয় সংসদে এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, সব দল একমত হলে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে তার সরকার প্রস্তুত। ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করার ব্যাপারে তিনি সকল দলের সঙ্গে বৈঠকে বসতে এবং কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেন। তিনি তার এই প্রস্তাবের ব্যাপারে বিরোধীদলীয় নেত্রীর কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট বিবৃতি আশা করেন।

আমরা প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে অভিনন্দন জানাই। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধের আর কোনো বিকল্প নেই।

প্রধানমন্ত্রী সংসদে আরো বলেছেন, বিএনপি, সংসদ সদস্যগণ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও জনগণের মধ্যে যদি ঐকমত্য সৃষ্টি হয় তাহলে তিনি ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য 'দেখামাত্র সন্ত্রাসীকে গুলি করার' ব্যাপারে পুলিশকে নির্দেশ দিতেও প্রস্তুত রয়েছেন। এটি একটি কঠোর পদক্ষেপ হবে বলে প্রধানমন্ত্রী নিজেও স্বীকার করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সন্দেহ নেই। তবে এ ধরনের পদক্ষেপ প্রচলিত আইন, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিদ্যমান পরিস্থিতির সঙ্গে কতোটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তা গভীরভাবে বিবেচনাযোগ্য। আমরা এটুকু বলতে পারি, সব রাজনৈতিক দল যদি ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সত্যি সত্যি সম্পর্কচ্ছেদ করে তাহলে সন্ত্রাসীদের পক্ষে টিকে থাকা একেবারেই কঠিন। সে ক্ষেত্রে 'দেখামাত্র গুলি করার' প্রয়োজন হবে না।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন যে কোনো সন্ত্রাসীকে সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষকতা দান থেকে বিরত থেকে আওয়ামী লীগ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাদের কোনো ছাত্র সংগঠন নেই কিন্তু বিএনপির রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমতের অবকাশ রয়েছে। যেমন, গঠনতন্ত্রে না থাকলেও কার্যত ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগেরই গণসংগঠন হিসেবে সারাদেশে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী তাদের সভায়, অনুষ্ঠানে যান, এমনকি কমিটি করে দেন। অন্যদিকে সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা দান থেকে বিরত থাকার ঘোষণা দেওয়ার পরও দেখা গেছে ক্যাম্পাস কিংবা বাইরের অনেক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে ছাত্রলীগ বা আওয়ামী লীগ নিজেদের পুরোপুরি বিযুক্ত করতে পারেনি।

প্রধানমন্ত্রীর এ কথাটি ঠিক যে বিরোধী দলের নেত্রী থাকাকালে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের তৎপরতা নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং একই পদক্ষেপ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছ থেকে আশা করে অনুকূল সাড়া থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

বর্তমানে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রক্ষমতা তাঁর হাতে। এবার তিনি আরো সংগঠিত উদ্যোগ নিতে পারেন। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও রাজনীতি বন্ধে তিনি মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, সব রাজনৈতিক দলকে ডাকুন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মতামত নিন এবং সর্বসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। পাশাপাশি এ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করুন।

বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার প্রতি অনুরোধ, আপনিও এগিয়ে আসুন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সুস্পষ্ট ঘোষণা দিন এবং এ লক্ষ্যে গৃহীত সকল পদক্ষেপে সক্রিয় অবদান রাখুন। এ ব্যাপারে এখন আর মৌন বা নির্লিপ্ত থাকার কোনো সুযোগ নেই।

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস, খুনোখুনি ও রাজনীতি যে কোনো মূল্যে বন্ধ করতে হবে। এ কথা আমরা বরাবর বলে আসছি। ভবিষ্যতে আমরা প্রচারের এই ধারা আরো জোরেশোরে অব্যাহত রাখবো। রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হবেন না এটাই আমাদের প্রত্যাশা।